# BINOD BIHARI MAHATO KOYALANCHAL UNIVERSITY

**DHANBAD**

**SYNOPSIS**

**OF**

**THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR THE Ph.D. DEGREE**

**(2022)**

## TITLE

# বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ধারায় শঙ্খ ঘোষের গদ্য

[Bangla sahitya samaloconar dharay Sankhya Ghosher gadya]


**RESEARCH SCHOLAR**

**SOURAV SAU**

Gobra Shibtala, Dankuni

Hooghly- 712702(W.B)

**SUPERVISOR**

**DR. SATYAM CHATTERJEE**

Assistant Professor & HOD

Department of Bengali

B.S.K. College, Maithon , Dhanbad, Jharkhand

# মুখবন্ধ

'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি স্নাতক স্তরে পড়ার পর কবি শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে আগ্রহ জন্মায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তির পর কবির কর্মস্থলে এসে কবিকে জানার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে কবি শঙ্খ ঘোষকে প্রথম সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী 'কলকাতার কবিতা' নিয়ে কাজ করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষের লেখার সাথে পরিচয় আরো গভীর হয়। এই সময়ই কবি সম্পর্কে একটা ভালোলাগা তৈরি হয়। ব্যক্তিগত আগ্রহেই তখন পড়তে শুরু করি 'সকালবেলার আলো', 'সুপুরিবনের সারি', 'শহর পথের ধুলো'। ভালোলাগার মাত্রাটা আরও বেড়ে যায়। তার সাথে মানুষটির অসামান্য গদ্য আমাকে মুগ্ধ করে। তখনই স্থির করি শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে কাজ করব। ২০১৭ সালে সেই সুযোগ আসে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম . ফিল কোর্সে ভর্তি হয়ে সেই বাসনা পূর্ণ হয়। কাজ করি শঙ্খ ঘোষের শৈশবস্মৃতি নিয়ে। কিন্তু শঙ্খ ঘোষকে যত পড়ি, যত জানতে পারি, তত তাঁর লেখা সম্পর্কে আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। তাঁর গদ্যশৈলী, প্রবন্ধের বিচার-বিশ্লেষণ, তাঁর রবীন্দ্রভাবনা সব যেন অতুলনীয় মনে হয়। ঠিক করি পরবর্তীতে শঙ্খ ঘোষের বিপুল গদ্য সাহিত্যকে নিয়ে কাজ করব। যদি কবির গদ্য নিয়ে কাজের সুযোগ পাই, তবে কবিকে বিশদে জানার সুযোগ পাব।  শঙ্খ ঘোষের সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে পূর্বে তেমন কোনো গবেষণাভিত্তিক কাজ হয়নি। তাই এই গবেষণায় আমরা নানা আঙ্গিক থেকে তাঁর সাহিত্যের বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করব।

গবেষণার সংক্ষিপ্ত ধারণা (ABOUT SYNOPSIS)

**গবেষণার বিষয়** ( Title of Research):-

**বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ধারায় শঙ্খ ঘোষের গদ্য**

[Bangla sahitya samaloconar dharay sankhya ghosher gadya]

**ভূমিকা (Introduction)**:- বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সমালোচনা। কোনো সাহিত্যিক রূপকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করাই সমালোচনার উদ্দেশ্য। যখন কোনো বিশেষ সাহিত্যিক সংরূপের সমালোচনা হয়, তখন লেখক একদিকে যেমন এর মাধ্যমে তাঁর লেখার নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তেমনি পাঠকের সেই সমালোচনাকৃত রচনা সম্বন্ধে নতুনভাবে ভাববার সুযোগ পায়। আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে পথ চলা শুরু করে বাংলা সাহিত্যের এই শাখা আজ সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছে। অন্যান্য নানান সমলোচকদের মতো শঙ্খ ঘোষও এই শাখার উল্লেখযোগ্য বাক্তিত্ব। শঙ্খ ঘোষের সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা আমার এই গবেষণার মূল বিচার্য বিষয়।

**প্রাথমিক সাহিত্যের পুনর্বিচার (Preliminary review of Literature):-** 'বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ধারায় শঙ্খ ঘোষের গদ্য' এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে 'বইয়ের ঘর', 'কবিতার মুহূর্ত', 'জার্নাল', 'শব্দ আর সত্য', 'কবিতালেখা কবিতাপড়া', 'ছন্দের বারান্দা', 'ঐতিহ্যের বিস্তার', 'কবির অভিপ্রায়', 'এ আমির আবরণ', 'নির্মাণ আর সৃষ্টি', 'দামিনীর গান', 'উর্বশীর হাসি', 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি বইগুলি এই গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর 'এ আমির আবরণ' গ্রন্থের 'এ আমির আবরণ', 'আপন হতে বাহির হয়ে', 'গানের ভিতর দিয়ে যখন' ইত্যাদি প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর। শুধু নাটক নয় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নানা আঙ্গিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন কবি। নাটকের সাথে গানের যে নিবিড় সম্পর্ক তা এই প্রবন্ধগুলিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তারাপদ আচার্যের 'শঙ্খ ঘোষের কবিজীবন' কবির সাহিত্য সম্পর্কে জানার জন্য পাওয়া অল্পসংখ্যক বইয়ের অন্যতম। এই বইটিতে লেখক শঙ্খ ঘোষের জীবনের সাথে তাঁর সাহিত্যের যোগসূত্র খুঁজে বার করার চেস্টা করেছেন। সেই সূত্র কবির প্রবন্ধ বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়তা করেছে।

**সমস্যা অনুসন্ধান (Problem to be investigated):-** শঙ্খ ঘোষের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমে সমস্ত প্রবন্ধগুলির উপর নির্ভর করে সমস্যার বিষয়গুলি খুঁজে বার করতে হবে। আমার গবেষণার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলি নিচে তুলে ধরা হল-

১) রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনার সময় শঙ্খ ঘোষ কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন।

২) নিজের কবিতার ব্যাখ্যা নিজেই বলে দেওয়ায় কবিতার শিল্পগুণে তার প্রভাব কতটা পড়েছে।

৩) সমগ্র বাংলা সমালোচনার ধারায় শঙ্খ ঘোষের অবস্থান ঠিক কোন্ জায়গায়।

৪) শঙ্খ ঘোষের আলোচনার ধরন অনুযায়ী তার রচনাকে কোন্ পর্যায়ে ফেলা যায়।

এই সব সমস্যাগুলির উত্তর খুঁজতে খুঁজতে গবেষণায় এগিয়ে যেতে হবে।

**গবেষণার উদ্দেশ্য(Objective of research)ঃ-**

শঙ্খ ঘোষ কে নিয়ে কম বেশি নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে তাঁর শৈশব স্মৃতির প্রসঙ্গ, কোথাও বা সাহিত্য ভিত্তিক আলোচনা, আবার কোথাও দেশভাগের স্মৃতি। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি নিয়ে বিশদে ও ধারাবাহিকভাবে তেমন গবেষণা বা বই প্রায় নেই বললেই চলে।

তাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল-

১) শঙ্খ ঘোষের সাহিত্যে কেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলির ধারাবাহিক পর্যালোচনা।

২) বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় শঙ্খ ঘোষের সাথে পূর্ববর্তী ও অন্যান্য সমসাময়িক সমালোচকদের প্রবন্ধের তুলনা ।

৩) বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে শঙ্খ ঘোষ অবস্থান নির্ণয়।

**পূর্বানুমান**(Hypothesis):- গবেষণার আগে পূর্বানুমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এটি গবেষণার শুরুর পরে এটিকে চালনা করতে সাহায্য করে। আমার এই গবেষণাটির ক্ষেত্রেও এমন কিছু বিষয় আছে-

১) বাংলা কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা শঙ্খ ঘোষের হাতে নতুন মাত্রা পেল। কবিতাকে নিয়ে বাংলার কবিদের এতদিনের আলোচনার যে বিস্তৃত ধারা তা নতুনভাবে ঋদ্ধ হল।

২) রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় শঙ্খ ঘোষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনার বাইরে এসে শুধুমাত্র রচনার উপর নির্ভর করে যে নতুন আলোচনার ভুবন তৈরি করেন তা পরবর্তীকালের আলোচকদের দিশা দেখাবে।

৩) শঙ্খ ঘোষের রচনাশৈলি বাংলা সাহিত্যের এক দৃষ্টান্ত।

**গবেষণা প্রশ্ন (Research Question):-**

গবেষণা প্রশ্ন গবেষণার উদ্দেশ্যকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। তাই এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।এই গবেষণার সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি হল- ১) রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক আলোচনায় শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্র জীবনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন ?

২) নিজের কবিতার ব্যাখ্যা নিজেই করে দেওয়ায় কবিতার শিল্পগুণ কতখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে ?

৩) নাটকের আলোচনায় নাটকের আঙ্গিককে কীভাবে দেখেছেন?

৪) শঙ্খ ঘোষের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ সম্পর্কে পাঠক ও গবেষককুল কতটা সচেতন ?

**গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি(Research Methodology):-**

যেকোনো গবেষণাকর্মেই কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে এগোতে হয়। আমার আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। গবেষণার প্রথম স্তর ‘বিষয় নির্বাচন’। বিষয়টি সম্পর্কে গবেষকের গভীর দখল থাকা প্রয়োজন। অ্যাকাডেমিক গবেষণার ক্ষেত্রে ‘সময়’ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিষয় নির্বাচনে সময়ের দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। এরপর প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহের। তথ্য সংগ্রহের তিনটি পদ্ধতি – পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্রসমীক্ষা। আমার আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম দুই পদ্ধতি ব্যবহার করব। এছাড়া – ১) সূচিকরণ ২) তালিকাকরণ ৩) সারকরণ ৪) উদ্ধৃতি সংগ্রহ ৫)উৎস সন্ধান ৬)ফাইল পদ্ধতি ৭) স্লিপ পদ্ধতি ৮) ডাইরি সিস্টেম ৯) লাইব্রেরি ওয়ার্ক ১০) প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ( সাক্ষাৎকার) ১১) সংকেত চিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি পদ্ধতির প্রয়োজন হবে।

**তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সরঞ্জামাদি(Tools to be used in collection of data and analysis):-** বিষয় নির্বাচনের পর আসে গবেষণার 'উপাদান সংগ্রহ'। এই উপাদান দু'ধরনের- প্রথমটি 'প্রাইমারী সোর্স' বা 'প্রাথমিক উপাদান' অর্থাৎ 'আকর উপাদান'। ধরা যাক্ শঙ্খ ঘোষের গদ্যের উপর কোনো কাজ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে শঙ্খ ঘোষের সমস্ত গদ্য হলো আকর উপাদান। দ্বিতীয়টি হল 'সেকেন্ডারি সোর্স' অর্থাৎ মৌলিক উপাদানের উপর কোনো আলোচনা। অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষের গদ্য সম্পর্কে অন্য লেখকদের যাবতীয় আলোচনা এই উপাদানের মধ্যে পড়বে। মৌলিক তথ্য সংগ্রহের তিনটি পদ্ধতি – পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্রসমীক্ষা। আমার আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম দুই পদ্ধতি ব্যবহার করব। অর্থাৎ মৌলিক উপাদানের সংগ্রহ করার পর তা ঠিক ভাবে বুঝে নেওয়া এবং শঙ্খ ঘোষের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারও নেওয়া যেতে পারে। মৌলিক উপাদান সংগ্রহের পর সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, আলোচ্য গবেষণার বিষয়ের উপর অলোচনা, সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। বেশিরভাগ সময় সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারের গিয়ে কাজ করা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ হবে।

তথ্য সংগ্রহের পর তা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বই, লিখিত নোট, প্রত্যয়িত নকল, কার্বন কপি, ছবি ইত্যাদি নানা আকারে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

এরপরের কাজ ডাটা প্রসেসিং। এই বিষয়টি চারটি উপবিভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হলো 'এডিটিং' অর্থাৎ পাওয়া তথ্য সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা গবেষককে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে হয়। পরের স্তর হলো 'কোডিং'। অর্থাৎ গবেষণার সুবিধার্থে গবেষক তার সংগৃহীত তথ্য প্রতীক দিয়ে আলাদা করে রাখে। সংগৃহীত তথ্য কোডিং করার পর তার 'ক্ল্যাসিফিকেশন' অর্থাৎ এক জাতীয় তথ্যকে চিহ্নিত করে আলাদা করতে হয়। এ ছাড়া আছে 'ট্যাবুলেশন'। এটি হলো প্রশ্ন উত্তরের নমুনা সংগ্রহ। আমাদের আলোচ্য গবেষণায় এই পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। আমরা প্রথম তিন ধাপ অনুসরণ করব।

তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, ডাটা প্রসেসিং এর পর আসে 'তথ্য বিশ্লেষণ'। প্রাপ্ত তথ্য গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে গবেষণার মূল্যায়ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে থিসিস লিখতে হবে। এভাবেই সম্পন্ন হবে আলোচ্য গবেষণা।

**গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য(** Significance of proposed research work):-

শঙ্খ ঘোষ একদিকে যেমন কবি অন্যদিকে তেমনি প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। কবি শঙ্খ ঘোষ যেভাবে আলোচিত প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ ঠিক ততটাই অবহেলিত। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে শঙ্খ ঘোষের প্রাবন্ধিকসত্তার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। রবীন্দ্র সমালোচক হিসাবে শঙ্খ ঘোষের পরিচিতি আছে। রবীন্দ্র সমালোচনায় শঙ্খ ঘোষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমালোচকদের থেকে কোথায় ভিন্ন তা এই গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

**গবেষণার সীমাবদ্ধতা(** Research Limitation):- প্রত্যেক গবেষণারই কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। এই গবেষণার ক্ষেত্রেও তা থাকা অস্বাভাবিক নয়। শঙ্খ ঘোষ জীবিত না থাকায় তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎকার নেওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর মতামত থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে। কবির কিছু দুস্প্রাপ্য বই না পাওয়া গেলে গবেষণায় তার প্রভাব পড়বে।

**গবেষণা পত্রের সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন(Tentative Chapterization):-**

আমরা আমাদের গবেষণা কর্মটি নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যস্ত করার কথা ভেবেছি-

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : শঙ্খ ঘোষ পূর্ববর্তী বাংলা সমালোচনার ধারা

দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র সমালোচক শঙ্খ ঘোষ

তৃতীয় অধ্যায় : নাট্য অনুরাগী  শঙ্খ ঘোষ

চতুর্থ অধ্যায় : কবির চোখে কবিতা

পঞ্চম অধ্যায় : কথাসাহিত্য বিষয়ক সমালোচনায় শঙ্খ ঘোষ

ষষ্ঠ অধ্যায় : নিজের কবিতা বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ

সপ্তম অধ্যায় : শঙ্খ ঘোষের সমালোচনার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

উপসংহার

**তথ্যসূত্র(Reference):-** প্রতি অধ্যায়ের শেষে নির্ধারিত নিয়ম মেনে থাকবে তথ্যসূত্র।

**গ্রন্থপঞ্জি(Bibliography):-**

গবেষণার শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে থাকবে-

i)আকর গ্রন্থ

ii) সহায়ক গ্রন্থ

iii)সহায়ক পত্রপত্রিকা

iv) অন্তর্জাল

## সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : শঙ্খ ঘোষ পূর্ববর্তী বাংলা সমালোচনার ধারা

দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র সমালোচক শঙ্খ ঘোষ

তৃতীয় অধ্যায় : নাট্য অনুরাগী  শঙ্খ ঘোষ

চতুর্থ অধ্যায় : কবির চোখে কবিতা

পঞ্চম অধ্যায় : কথাসাহিত্য বিষয়ক সমালোচনায় শঙ্খ ঘোষ

ষষ্ঠ অধ্যায় : নিজের কবিতা বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ

সপ্তম অধ্যায় : শঙ্খ ঘোষের সমালোচনার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

# ভূমিকা

অনেকে বলেন বাঙালি মাত্রেই সমালোচক। কেউ কেউ বলবেন প্রচলিত বাংলা সংবাদ মাধ্যমের টেলিভিশন চ্যানেলগুলির আলোচনা অনুষ্ঠানগুলি দেখে এই কথা বলছেন ? না, যারা বাঙালির সমালোচনা সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের সাথে পরিচিত তারা জানেন এই কথার অন্য তাৎপর্য আছে। সেই সুদূর ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ধারা বিস্তৃত। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ হয়ে মোহিতলাল, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, শঙ্খ ঘোষ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হয়ে, সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত, আশোক সেন-এ এসে এর পরিণতি। প্রায় দু'শো বছরের এই সৃষ্টিকে বাঙালি শুধু বহন করেনি ; বার বার ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে যুক্তিশয্যা, বিশ্লেষণী পদ্ধতি, শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি নানা শৈলীগত পরিবর্তন ঘটিয়ে এই সাহিত্য আঙ্গিকটিকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির জয়যাত্রায় শঙ্খ ঘোষের অবদান কিছু কম নয়। কবিতার বিশ্লেষণ, নাটকের বিচার ও সর্বোপরি রবীন্দ্রচর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন তিনি তাঁর সাহিত্যে। আমার এই গবেষণা কর্মে আমি শঙ্খ ঘোষের এই সমালোচনা সাহিত্যেরই নানা দিক নিয়ে আলোচনা করব এবং অনুসন্ধান করব কীভাবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ধারায় তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্য শিল্পী।

# প্রথম অধ্যায়

# শঙ্খ ঘোষ পূর্ববর্তী বাংলা সমালোচনার ধারা

আমরা জানি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূচনা ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার হাত ধরে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধে তৎকালীন সমালোচনা সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অনেকের মতে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' প্রথম বাংলা সমালোচনা সাহিত্য। এরপর একে একে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসুর গদ্যে সমালোচনা সাহিত্যের রূপ আরও বিকশিত হয়।

১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের এক শুভক্ষণ। শুধুমাত্র কথাসাহিত্যই নয়, সমালোচনা সাহিত্যেরও এক নতুন যুগের সূচনা হয় এই পত্রিকার মাধ্যমে। (১৮৭২-১৮৭৮)-এর মধ্যে এই পত্রিকায় বঙ্কিমের আটটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'বাঙ্গালির বাহুবল', 'শকুন্তলা, 'মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধগুলি ১৮৮৭ সালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম খণ্ডে  স্থান পায়। 'বঙ্গদর্শনে'র পাশাপাশি 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকাতেও বঙ্কিমের একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলি নিয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে আছে 'ধর্ম্ম এবং সাহিত্য', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' , 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার  কলঙ্ক', 'বাঙ্গালির উৎপত্তি' ইত্যাদি । বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলিতে যুক্তি তর্কের সাথে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের ধারা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। এছাড়া 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থগুলি  দর্শন ও মননের চমৎকার মেলবন্ধন তৈরি করে।

বঙ্কিমের পর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বঙ্কিম সমসাময়িক প্রাবন্ধিকগন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে আরও কিছুটা দৃঢ়তা দান করেন। তবে এই সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে আরও খানিকটা এগিয়ে দেয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধের মধ্যে 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র',  'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'শকুন্তলার মা', 'দুর্বাসার শাপ', 'রঘুবংশে প্রেম', , 'বঙ্গীয় যুবক ও

তিন কবি', 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যে 'মেঘদূত', 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', 'উত্তরচরিত', 'জয়দেব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এরপর বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ। 'পঞ্চভূত', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' ইত্যাদি বইতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা বঙ্গ সাহিত্য ও দর্শনের রূপ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে প্রমথ চৌধুরী ও এই গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকের হাতে বাংলা সমালোচনা সাহিত্য নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী যুগে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে'রা সেই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে যান। মান্য এই ধারার পাশাপাশি ইউরোপীয় ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার রীতিও এই সময় বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষ প্রভাব ফেলে। শঙ্খ ঘোষ বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ ধারাকে অনুসরণ করেন। ইউরোপীয় তত্ত্বের বাইরে দেশজ ধারারই তিনি অনুগামী। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# রবীন্দ্র সমালোচক শঙ্খ ঘোষ

অজিত চক্রবর্তী থেকে প্রমথনাথ বিশী সময়পর্বে রবীন্দ্র সমালোচনা প্রথম সঠিক দিশা পায়। কল্লোলের যুগের রবীন্দ্র ব্যাখ্যার বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু বাঙালির রবীন্দ্রচর্চাকে অন্য মাত্রা দান করেন। তাঁদের ব্যক্তি ভাবনা ও যুক্তি তর্কের সুচারু সমাবেশ বাঙালির রবীন্দ্রভাবনায় নতুন জোয়ার আনে। আর শঙ্খ ঘোষে এসে রবীন্দ্রচর্চা সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা পায়। ইউরোপীয় প্যারামিটারের বাইরে বেরিয়ে এসে সামাজিক ইতিহাস ও বাঙালির জীবনাচরণ ও মননশীলতার সাপেক্ষে রবীন্দ্রবিচার করে শঙ্খ ঘোষ দেখিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাঙালির জীবনের সুরে বাঁধা। 'নির্মাণ ও সৃষ্টি' গ্রন্থে 'চালচিত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার স্বরূপ তিনি ব্যাখ্যা করেন- "বড়ো প্রতিভা সময়কে আত্মস্থ করে নিয়েই অতিক্রম করে সময়। সেই আত্মস্থতার আয়োজনে সবসময়ে কোনো সামঞ্জস্যময় সম্পূর্ণতা নিশ্চয় ছুঁতে পারছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, নানা ভিন্ন কোণ থেকে ধরতে চাইছিলেন আধুনিকের মনকে, পুরোনো অভ্যাস নিয়েও বুঝতে চাইছিলেন সাম্প্রতিক জীবনের সংকটরোধের অলিগলি। এরই ফলে মুহুর্মুহু তাঁকে আলোড়িত হতে হয়েছে প্রবল এক আত্মবিরোধে, কিন্তু সাহস নিয়ে সেই আত্মবিরোধকে বরণ করে নিয়েছিলেন বলেই তিনি আধুনিক"।[১] রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা বিরল।

রবীন্দ্রনাথের গান নিয়েও তিনি একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর 'এ আমির আবরণ' গ্রন্থের 'এ আমির আবরণ', 'আপন হতে বাহির হয়ে', 'গানের ভিতর দিয়ে যখন' ইত্যাদি প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর। শুধু নাটক নয় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নানা আঙ্গিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন কবি। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর জীবনে গান ও বাদ্যযন্ত্র কীভাবে সমগ্র উপন্যাসের প্রেক্ষাপটকে ধরে রাখে, তা শঙ্খ ঘোষ ব্যখ্যা না করলে বোধ হয় জানাই হতো না। এভাবে রবীন্দ্রনাথকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ধরতে চেয়েছেন কবি। তাই বলা যায় ভবিষ্যৎ বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নতুন স্বাদে তুলে ধরেছেন,যার ফলে চিরাচরিত রবীন্দ্রচর্চার বাইরে পাঠক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অন্যভাবে ভাবার সুযোগ পেয়েছে।

## তথ্যসূত্র

১) শঙ্খ ঘোষ,/ 'চালচিত্র', /'নির্মাণ আর সৃষ্টি', /'শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ ৬', /দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৪,/ পৃষ্ঠা- ৩৭৮।

# তৃতীয় অধ্যায়

## নাট্য অনুরাগী  শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষের দাদা নিত্যপ্রিয় ঘোষ ও দিদির মারফত জানা যায় কবির নাট্যযোগ স্কুলজীবন থেকেই। কবির বাবা পাক্‌শির চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক মনীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন নাট্যানুরাগী মানুষ। তাই নিজের স্কুলে তিনি একাধিক নাটকের অভিনয় করাতেন। মূলত সেক্সপিয়ার ও রবীন্দ্রনাথের নাটকই মঞ্চস্থ হতো বেশি করে। এই স্কুলের ছাত্র হওয়ার সুবাদে কবি শঙ্খ ঘোষ নাটকে অভিনয় করেন। এছাড়া তাঁর পারিবারিক নাট্যচর্চা কবিকেও নাটকের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল। অবশ্য এই আগ্রহেরও অন্যতম কারণ রবীন্দ্রনাটক।

শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যখন কাজ করতে শুরু করেন, তখন দেখেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের এক বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর নাটক। তবে সেই নাটককে বুঝতে গেলে তার পটভূমি, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি নাটক বোঝার জন্য নাটকের থিয়োরি ব্যাখ্যার চেয়ে নাটকের অভিনয় দেখা বেশি প্রয়োজন, তা বার বার বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে।  ১৯৬৫ সাল থেকে পর পর 'বহুরূপী' নাট্যপত্রে একে একে প্রকাশিত হয় 'পথের পটভূমি : রবীন্দ্রনাটক', 'নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', 'বহুরূপীর রবীন্দ্রনাথ', 'সংস্কৃত নাটক ও রবীন্দ্রনাথ', 'নৃত্যনাট্য : শিল্পরূপ',  'রবীন্দ্রবৃত্ত আর বহুরূপী' । 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় লিখছেন 'রাজা: রহস্য ও প্রকাশ্য', 'অভিনয়ের মুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ'। 'বহুরূপীর রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্রবৃত্ত আর বহুরূপী' এই দুটি প্রবন্ধে।  শঙ্খ ঘোষ চরিত্র, নাটকের সম্পাদনা, নাটকের মঞ্চ, অভিনেতাদের সাজসজ্জা, আলোর ব্যবহার ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। " শম্ভু মিত্র জীবনকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তাঁর অভিনয়শিল্পে, মঞ্চের ওপর তিনি চেয়েছিলেন চলমান জীবনেরই বোধ, সচেতন শিল্পীমাত্রেই যা চান। এই বোধ থেকে ধরতে চেয়েছিলেন বলেই বহুরূপীর 'চার অধ্যায়' বা 'রক্তকরবী', 'রাজা' বা 'বিসর্জন', মঞ্চের উপর কোনো অলীক কবিকল্পনা হিসেবে দেখা দেয় না, তাদের মনে হতে থাকে একেবারেই এই মুহূর্তের নাটক"।[১] রবীন্দ্রনাটকের আলোচনা সূত্রেই তিনি ধীরে ধীরে শম্ভু মিত্রের ভক্ত হয়ে পড়েন। 'স্যাস' নাট্যপত্রে ১৯৯৩ সালে শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নিয়ে লেখেন 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে tussle?' যেখানে

তিনি শম্ভু মিত্রের সাথে রবীন্দ্রনাটকের মিল দেখান। ‘তিন চণ্ডালী’ প্রবন্ধে তিনি নৃত্যের সাথে নাটকের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। নাটক ও নৃত্য কীভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, কীভাবে সেখানে নৃত্যই নাটককে বোঝবার ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়, তা ব্যাখ্যা করেছেন। ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’ বইতে গানের সাথে নাটকের মেলবন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। **১৯৬১** ‘নাটকে গান ও রবীন্দ্রনাটক’ প্রবন্ধেও এই বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। গানের মধ্য দিয়ে নাটক কীভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে তা খুব সুন্দরভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে শুধুই রবীন্দ্রনাটক আর বহুরূপী নয় ; নাটকের অন্যান্য বিষয় নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লেখেন – ‘পালা বাঁধেন অবন ঠাকুর’, ‘আগুন যখন জলে ঝাঁপায়’, ‘পিকাসো : তুলি থেকে কলম’। অনুবাদ করেছেন গিরিশ কারনাডের ‘হয়বদন’। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বাংলা নাট্যসমালোচনায় এক বিশেষ দিশা দেখিয়েছেন তিনি, যা পরবর্তী সমালোচকদের পাথেয় হয়ে থাকবে।

## তথ্যসূত্র

১) শঙ্খ ঘোষ, /‘বহুরূপীর রবীন্দ্রনাথ’,/ ‘আরোপ আর উদ্‌ভাবন’,/ ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ ৯’, /প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৫, /পৃষ্ঠা- ৪১৫।

## চতুর্থ অধ্যায়

# কবির চোখে কবিতা

আধুনিক যুগের প্রতিটি সাহিত্যিকই তাদের লেখা সম্পর্কে কমবেশি সচেতন। তিনি নিজে যা লিখছেন, তার সময়ে অন্যান্য আরও যে সব লেখা হচ্ছে, অর্থাৎ তার ও তাদের যুগভাবনা সমস্তকিছুরই তিনি কম বেশি খবর রাখেন এবং সে নিয়ে নিজের ভাবনা বা মতামত প্রকাশ করেন। কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ ও পরবর্তী হাংরি জেনারেশনের কবি থেকে জয় গোস্বামী সকলেই এই বিষয়ে কম বেশি লেখালিখি করেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষও এর ব্যতিক্রম নন।

কবিতা কোনো কল্পলোকের স্বপ্নবিলাস নয়, কবিতা বাস্তবের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিহিত শিল্পকর্ম। কবি জানেন এখানে কখনো সবটা আলো আবার কখনো সবটাই অন্ধকার। এই আলো-অন্ধকার, জীবন-মৃত্যুর দন্দ্ব থেকেই কবিতার জন্ম। কোনো ইউরোপীয় তত্ত্ব ভাবনা নয়, দেশজ তৃতীয় বিশ্বের জীবনবোধকে আত্মস্থ করেই গড়ে উঠেছে কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা ও কবিতাভাবনা। 'নিঃশব্দের তর্জনী'তে তিনি বলছেন- " লিখতে হবে নিঃশব্দে কবিতা, এবং নিঃশব্দ কবিতা। শব্দই জানে কেমন করে সে নিঃশব্দ পায়, ঐশ সূত্র না ছিঁড়েও। তার জন্য বিষম ঝাঁপ দেবার দরকার আছে দুঃসহ আড়ালে থেকে। দুঃসহ , কেননা অন্তরাল সহ্য করাই মানুষের পক্ষে সবার চেয়ে কঠিন। কবিকে তো আজ সবটাই খেয়ে ফেলেছে মানুষ, তাই মানুষের এই শেষ দায়টা মেনে নিয়েও ঘুরছে সে, অন্তরাল ভেঙে দিয়ে এক শরীর দাঁড়াতে চাইছে অন্য শরীরের সমীপ্যে। তা যদি না হয় তাহলেই সহ্য যায় পেরিয়ে, - কিন্তু তবু সেই দুঃসহ আড়ালে বসে সে তৈরি রাখবে একটা দৈনন্দিনের মুখোশ; তাকে কেউ চিনবে না, আঙুল তুলে বলবে না 'এ লোকটা কবি', আর তার ভিতর থেকে গোপনে জন্ম নেবে নিঃশব্দ কবিতা"।[১] চেনার বাইরে মুখোশের আড়ালে বিকশিত হয় কবিসত্ত্বা। কবিকে মানুষ গ্রাস করেছে অর্থাৎ মানুষের চাহিদা, মানুষের জীবনাচরণ এসবকে কবিতায় জায়গা দিতে তিনি দায়বদ্ধ। অথচ তাকে সেই উপাদান সংগ্রহ করতে হবে আড়ালে থেকে। 'নিঃশব্দের তর্জনী', 'শব্দ আর সত্য' এবং 'কবির বর্ম' বইয়ের

একাধিক প্রবন্ধ জুড়ে কবির এই কবিতাভাবনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ; যেখানে কবিতার বিষয়, কবির অবস্থানকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

শুধু তত্ত্ব নয়, কথা বলেছেন কবিতার ইতিহাস নিয়েও। হাংরি জেনারেশনের কবিদের সম্পর্কে বলেছেন, তাদের কবিতায় যে নগ্নতা, আক্রোশ ও উৎপাতের ছবি আছে তা আসলে সমাজেরই পচনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তাই এদের দাবিয়ে রাখলেও পচনকে রোধ করা যাবে না। বরং সমাজের অবস্থার কথা ভেবে এদের স্বীকৃতি দিতে হবে। বলাই বাহুল্য বর্তমান কবিতার ইতিহাস থেকে এদের বাদ দেওয়া যায়নি। সময়ের পীড়ন তাদের সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু ঠাঁই হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

কবিতার ছন্দ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই তিনি বর্তমান বাংলা মুক্তছন্দ ও গদ্যছন্দের যথার্থ রূপকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ‘বলাকা’ থেকে শুরু করে ‘পূরবী’, ‘প্রান্তিক’, ‘পুনশ্চ’তে এসে রবীন্দ্র ছন্দভাবনা যে রূপ নেয়, পরবর্তীকালে তা যে সুধীন দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে’র পথ সুগম করে দেয় তা তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। তাঁর ছন্দ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি ‘ছন্দের বারান্দা’ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

## তথ্যসূত্র

১) শঙ্খ ঘোষ,/ ‘নিঃশব্দের তর্জনী’, /‘নিঃশব্দের তর্জনী’, /‘শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ ৩’, /দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৪,/ পৃষ্ঠা- ২০।

## পঞ্চম অধ্যায়

# কথাসাহিত্য বিষয়ক সমালোচনায় শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষের কথাসাহিত্য বিষয়ক আলোচনা নিয়ে পৃথক কোনো বই ছাপা হয়নি। তাই তাঁর এই সংক্রান্ত লেখাগুলো নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই বিষয়ে 'ঐতিহ্যের বিস্তার' প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে 'কয়েদির আকাশ' ও 'পথের পাঁচালী' প্রবন্ধ দুটির নাম করব। প্রথমটির উপলক্ষ্য গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'- 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'। গোপাল হালদারের এই উপন্যাস সমসাময়িক সময়ে নতুন ধরণের। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরীর' প্রসঙ্গ এনে তিনি দেখান এই উপন্যাস তার চিন্তনে, ভাষায় ও শৈলীতে কতখানি আলাদা। দুটোই কারাজীবন নিয়ে লেখা হলেও গোপাল হালদারের ভাবনায় 'ত্রিদিবা' হয়ে ওঠে অন্যরকম-" 'একদা'র চেতনাপ্রবাহেই হোক বা 'অন্যদিন'-এর অন্তর্মুখী বাচনেই হোক, ঘটনার পরম্পরায় মন রাখতে গিয়ে ওই 'সঙ্গী'কে(প্রকৃতি) অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছিল অমিত, লেখক আর তার চরিত্রে এইখানে এক বিযুক্তি তৈরি হয়ে আছে মনে হয় । ওই সঙ্গীর সাহচর্য ছিল বলে গোপাল হালদারের ব্যক্তিগত লেখার আকাশটা আর আকাশমাত্র থাকে না, সে হয়ে ওঠে সত্যিকারের প্রবাহের পথ, চেতনারই প্রবাহের"।[১] এই প্রবন্ধেরই পরিপূরক প্রবন্ধ 'জার্নাল'-এ প্রকাশিত 'একদা অন্যদিন আরেকদিন' যেখানে গোপাল হালদারের এই ট্রিলজিরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'পথের পাঁচালি' প্রবন্ধে উপন্যাসের একমুখী ধারার কথা তুলে ধরেন। অপুর জীবন ও ঘটনা প্রবাহের মধ্যে এক সরলরৈখিক গতি বর্তমান। উপন্যসের প্লটে এর ফলে কোনো জটিলতা তৈরি হয়নি। আধুনিক উপন্যাসের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে দেখান এটা বর্তমান শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও তিনি সতীনাথ ভাদুড়ীর গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নির্মাল্য আচার্যের সাথে। সেখানে সতীনাথের লেখা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সম্পাদক শঙ্খ ঘোষকে আমরা এখানে নতুন করে আবিষ্কার করি এই বইতে।

# তথ্যসূত্র

১) শঙ্খ ঘোষ, /‘কয়েদীর আকাশ’,/ ‘ ঐতিহ্যের বিস্তার’, /‘শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ ৪’, /প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০০২,/ পৃষ্ঠা- ৪১৮-৪১৯।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# নিজের কবিতা বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ

সব সাহিত্যিকেরই নিজের সম্পর্কে বলবার ইচ্ছা থাকে। নিজের জীবন, সৃষ্টি সব কিছু সম্পর্কেই কম বেশি বলে ফেলেন তাঁরা। কেউ সরাসরি নিজের জীবনী লেখেন, কেউ বা অন্যভাবে গল্প-উপন্যাসে, ব্যক্তিগত গদ্যে মেলে ধরেন নিজেকে। কেউ কেউ নিজের সৃষ্টিকর্মের সময়, উৎস এমনকি মুহূর্ত অব্দি বলার লোভও সামলাতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের নানা চিঠিপত্রেও, 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁকে নিজের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে বলতে দেখি। এমনকি কোনো কোনো চিঠিতে নিজের সাহিত্যের ব্যাখ্যাও করে দেন তিনি। শঙ্খ ঘোষ এতটা না বললেও নিজের কবিতার সময় ও উৎস সম্পর্কে পাঠকদের কাছে ধরা দিয়েছেন।

শঙ্খ ঘোষের 'কবিতার মুহূর্ত' বইতে কবি তাঁর নিজের লেখা ২৫ টি কবিতার সময়কাল ও উৎসকে তুলে ধরেছেন। কবিতাগুলির মধ্যে 'যমুনাবতী', 'জাবাল সত্যকাম', 'ভূমধ্যসাগর', 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো', 'হাসপাতালে বলির বাজনা', 'ভিখিরি ছেলের অভিমান', 'বাবরের প্রার্থনা', 'রাধাচূড়া', 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' ইত্যাদি। 'যমুনাবতী' কবিতাটি কোচবিহারের এক ষোড়শীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। 'জাবাল সত্যকাম', 'ভূমধ্যসাগর', 'ভিখিরি ছেলের অভিমান' এই তিনটি কবিতাই উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা। কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো অসহায় গৃহহীন পূর্ববঙ্গের মানুষদের দেখলেই কবির মনে পড়ে যায় নিজের দেশত্যাগের স্মৃতি। তাই সেইসব মানুষের একজন বলে কবি নিজেকে ভাবতে থাকেন। তাই তাদের একজন হয়েই কবির এই কবিতাগুলি রচনা। 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো' ও 'হাসপাতালে বলির বাজনা', 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' এই তিনটি কবিতাই সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে। সমসাময়িক কোনো ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেই কবির মনে এসেছে এইসব কবিতা। ঘটনার সাথে যথেষ্ট মিলও আছে কবিতার। কিন্তু অবাক করে 'বাবরের প্রার্থনা' ও 'রাধাচূড়া' কবিতা। 'বাবরের প্রার্থনা'র মতো কবিতার অন্যতম প্রেরণা কবিকন্যার অসুস্থতা। ঠিক একইভাবে দেশের বিপন্ন জরুরি অবস্থার প্রতিবাদী রূপকের সন্ধান পান সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ঘরের আড্ডায় আলোচিত টবের রাধাচূড়া থেকে।

কবিতার হয়ে ওঠার কথা জানলে কবিতা বিশ্লেষণে সুবিধা হয়।  অনেকে ‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতার উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের দাবি কবির এই তথ্যের ফলে অনেক সময় পাঠক ভুলপথে চালিত হতে পারে। অনেকে বলেন পাঠকের চিন্তাশক্তি এর ফলে সংকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কবিতার শিল্পরূপ সবসময় লেখকের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে না। পাঠক কবিতাকে তার নিজের ভাবনা থেকে বোঝার চেষ্টা করবে। তাছাড়া কবি তো আর কবিতার ব্যাখ্যা করে দেননি, দিয়েছেন শুধু মুহূর্ত। সেই মুহূর্ত কবির মনের চিন্তনে যে কথাজাল বিস্তার করেছে, তাই রূপ নিয়েছে কবিতায়। তাই কবির এই তথ্য কবিতার ব্যাখ্যায় সবসময় পূর্ণরূপে ব্যবহৃত নাও হতে পারে। শিল্পের প্রয়োজনে, পাঠকের দৃষ্টিতে হয়ত বদলে যাবে তার অর্থ। কবির মত পাঠক কবিতার উপাদান থেকে আবিষ্কার করবে তার নতুন কোনো সম্পদ।

## সপ্তম অধ্যায়

# শঙ্খ ঘোষের সমালোচনার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

পরিশেষে শঙ্খ ঘোষের সমালোচনার পদ্ধতি নিয়ে কিছু না বললে, আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কবিতার মতো গদ্যেরও ভাষা ব্যবহারে কবি দেশজ ও চলিত ভাষারই সাহায্য নিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁর কথনভঙ্গির মধ্যে এমন এক মাদকতা আছে, যে সবসময় আমাদের আকর্ষণ করে।

এবার আসা যাক পদ্ধতিতে। কবি জীবনবাদী সমালোচনার পরিবর্তে নৈব্যক্তিক সমালোচনায় বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। ‘কবিকাহিনী’ থেকে একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে- “ ‘কবিকাহিনী’তে কাল্পনিক যে কবির ছবি আছে, রবীন্দ্রনাথ সংগতভাবেই বলেন যে সেটা এর লেখকের ‘সত্তা’ নয়, লেখক নিজেকে যা মনে করতে চায় এ ‘ইচ্ছা’ মাত্র।... ‘রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন’, লিখেছিলেন যে তাঁর রচনা ‘যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাঁহারা চেনে না’ ”।[১] – অর্থাৎ কবি জীবনবাদী সমালোচনা অর্থাৎ যা সাহিত্যিকের জীবনকে সামনে রেখে তাঁর সাহিত্যকে বিচার করে, সেই পদ্ধতি থেকে সরে এসে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির দ্বারস্থ হয়েছেন। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের রচনাসম্ভার।

## তথ্যসূত্র

১) শঙ্খ ঘোষ,/ ‘কবিকাহিনী’,/ ‘ছন্দোময় জীবন’,/ ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ ৭’,/ প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০০৩, /পৃষ্ঠা- ২১-২২।

# উপসংহার

শঙ্খ ঘোষের সমালোচনা সাহিত্য বিষয় বৈচিত্রে ভরপুর। কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর দখল ও মননশীলতার পরিচয় আমরা পাই। কবিতার তত্ত্ব ও ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি সমকালীন কবিতা সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা ও সেই বিষয় নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আমাদের মুগ্ধ করে ও নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে। আধুনিক কবিতার বিষয়, শৈলী ও ছন্দোগত বিশ্লেষণ আমাদের ঋদ্ধ করেছে। নাটক ও রবীন্দ্রনাথ এই দু'বিষয়ে তাঁর ছেলেবেলা থেকে গড়ে উঠেছিল আগ্রহ, পূর্ণ বয়সে এসে সেই আগ্রহই এই সমস্ত বিষয়ে তাঁকে অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ব্যক্তিগত তাগিদেই রবীন্দ্রচর্চার ধারাকে প্রসারিত করেন। তার ফলে আমরা অসামান্য প্রবন্ধ উপহার পাই। কবি সত্ত্বার আড়ালে যে শক্তিশালী এক সমালোচক লুকিয়ে ছিল, তা এই বিষয় নিয়ে কাজ না করলে হয়ত তৃষ্ণার্ত পাঠক বঞ্চিত থেকে যেত। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর ভাষা ও কথনশৈলী। এমন মার্জিত ভাষায় লেখা ঝরঝরে গদ্য পড়তে গিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র ক্লান্তি আসে না। সবশেষে বলবো, বাংলা সমলোচনা সাহিত্যের এক বড় দিক অজানা থেকে যাবে, যদি আমরা শঙ্খ ঘোষ না পড়ি।

# গ্রন্থপঞ্জি

## আকর গ্রন্থ

১) শঙ্খ ঘোষ, *এ আমির আবরণ* , চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৮, প্যাপিরাস, কলকাতা ।

২) শঙ্খ ঘোষ, *ঐতিহ্যের বিস্তার,* তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৮, প্যাপিরাস, কলকাতা ।

৩) শঙ্খ ঘোষ, *কবিতা সংগ্রহ ১* , অষ্টম সংস্করণ ফাল্গুন ১৪২৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪) শঙ্খ ঘোষ, *কবিতা সংগ্রহ ২,* সপ্তম সংস্করণ ফাল্গুন ১৪২৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

৫) শঙ্খ ঘোষ, *কবিতা সংগ্রহ ৩,* প্রথম প্রকাশ মাঘ- ১৪২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

৬) শঙ্খ ঘোষ, *কবিতার মুহূর্ত,* চতুর্থ মুদ্রণ – জুলাই ১৯৯৭ , অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা ।

৭) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(১ম খণ্ড),* প্রথম প্রকাশ মাঘ- ১৪০৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৮) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(২য় খণ্ড),* প্রথম প্রকাশ মাঘ- ১৪০৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৯) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(৩য় খণ্ড),* দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১০) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(৪র্থ খণ্ড),* প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১১) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(৫ম খণ্ড),* দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১২) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(৬য় খণ্ড),* দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৩) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(৭ম খণ্ড),* প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৪) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(৮ম খণ্ড),* প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৫) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(৯য় খণ্ড),* প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৬) শঙ্খ ঘোষ, *গদ্য সংগ্রহ(১০ম খণ্ড),* প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৭) শঙ্খ ঘোষ, *জার্নাল,* তৃতীয় মুদ্রণ- মে ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

১৮) শঙ্খ ঘোষ, বটপাকুড়ের ফেনা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, একুশ শতক, কলকাতা।

১৯) শঙ্খ ঘোষ, *শব্দ আর সত্য* , তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৯, প্যাপিরাস, কলকাতা ।

## সম্পাদিত গ্রন্থ

১) শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, *সতীনাথ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)* , তৃতীয় সংস্করণ মে ১৯৮৯, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ।

২) শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, *সতীনাথ গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)* , তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯২, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ।

৩) শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, *সতীনাথ গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড),* প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ।

৪) শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, *সতীনাথ গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খণ্ড),* প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭৫, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ।

## সহায়ক গ্রন্থ


১) জয় গোস্বামী, *জয়ের শঙ্খ,* তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৫, প্রতিভাস, কলকাতা।

২) তারাপদ আচার্য, *'আমি কি নিত্য আমারও সমান?' শঙ্খ ঘোষের কবিতা* , প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪১২, প্যাপিরাস ,কলকাতা।

৩) তারাপদ আচার্য, *শঙ্খ ঘোষের কবিজীবন,* প্রথম দে'জ সংস্করণ মাঘ-১৪১২, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা ।

৪) দেবেশ রায়,*শতসানুদেশ,* প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা।

৫) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচনা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৬) সুজিত ঘোষ, *শব্দের শিল্পী শঙ্খ ঘোষ,* প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৫,প্রতিভাস, কলকাতা।

৭) সুতপা ভট্টাচার্য, *গাঢ় শঙ্খের খোঁজে,* প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, প্যাপিরাস, কলকাতা।

৮) সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, *নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ,* দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৩, অনুস্টুপ,কলকাতা।

৯) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সমালোচনা সঞ্চয়ন, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, জিজ্ঞাসা পাবলিশার্স, কলকাতা।

## সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১) আসরফী খাতুন, *লালপরি নীলপরি,* শঙ্খ ঘোষের শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১৯, ১৪২৫।

২) গৌতম ঘোষদস্তিদার, *রক্তমাংস,* বিষয় শঙ্খ ঘোষ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৭।

৩) সুদর্শন সেনশর্মা , *কারুকথা এইসময়,* কবি শঙ্খ ঘোষ সম্মাননা সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৮।

## অন্তর্জাল


১) https://bangla.aajtak.in/cinema-and-tv-serial-news/story/shankha-ghosh-died-article-shankha-ghoshs-works-written-tapas-banerjee-274433-2021-04-21

২) https://eisamay.com/west-bengal-news/kolkata-news/shankha-ghosh-how-poet-spent-his-life/articleshow/82178167.cms

৩) https://nobobela.com/সাহিত্যে-শঙ্খ-ঘোষ/

৪) https://www.kaliokalam.com/শঙ্খ-ঘোষ-স্রষ্টা-ও-সামাজি/

৫) https://www.millioncontent.com/2021/07/blog-post_624.html

৬) https://www.targetsscbangla.com/shankha-ghosh-bengali-poet